বন্ধ করুন | প্রিন্ট করুন

বাড়িঘর-সম্পদ সরিয়ে ফেলার তাগিদ

সিরাজগঞ্জে নদীভাঙনের সতর্কতা, ওড়ানো হয়েছে লাল পতাকা

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার কৈজুরী, জালালপুর, গালা–এই তিন ইউনিয়নের যমুনা নদীর তীরবর্তী এলাকায় নদীভাঙনের পূর্বাভাস দিয়ে পতাকা ওড়ানো হয়েছে। চলতি বর্ষা মৌসুমে নদীভাঙনের আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেসের (সিইজিআইএস) জরিপের প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা গেছে, কৈজুরী ইউনিয়নের উত্তর দিক থেকে বেণুটিয়া পর্যন্ত ১৪ কিলোমিটার এলাকায় দুই হাজার ৫০০ বাড়িঘর, চারটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, তিনটি বাজার, ৪৮৮ হেক্টর আবাদি জমি, ৯০ হেক্টর বসতজমি, দুই হাজার ২৫ কিলোমিটার কাঁচা-পাকা সড়ক নদীভাঙনের শিকার হতে পারে। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে যে গ্রামগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলো হলো গুদিবাড়ী, চকজামিরতা, ভাটপাড়া, জগতলা, পূর্ব খেরুয়া, কায়ান থাই, কাশিপুর, মৌকুরী, গর্জন, গালা, বেণুটিয়া। এসব এলাকায় অধিক ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে লাল ও মোটামুটি ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে হলুদ পতাকা ওড়ানো হয়েছে।

এসব এলাকা থেকে বাড়িঘর সরিয়ে নিতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে নদীভাঙনরোধে সামগ্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ধারণকৃত তথ্যের ভিত্তিতে একটি মানচিত্র স্থানীয় পানি উন্নয়ন বোর্ড, জেলা প্রশাসনসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। এলাকাবাসী বলছে, সিইজিআইএস এর আগে যে পূর্বাভাস দিয়েছে, তার অধিকাংশ সত্য হয়েছে।

সম্প্রতি এসব এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, দীর্ঘ ১৪ কিলোমিটার এলাকায় লাল ও হলুদ পতাকা ওড়ানো হয়েছে। কৈজুরী গ্রামের আব্দুল খালেক জানান, গত ২০০৭ সালে এই সংস্থাটি ভাঙন এলাকা চিহ্নিত করেছিল। তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী চিহ্নিত স্থানগুলো উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ভেঙে যায়। মানুষের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে এবারও সাধারণ জনগণকে নিয়ে সভা-সমাবেশ করা হয়েছে। গত এক মাসে এই এলাকার গুদিবাড়ী, জগতলা, ভাটপাড়া, হাতকোরা, বেণুটিয়া এলাকার প্রায় তিন শতাধিক বাড়িঘর, দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ২০০ কিলোমিটার কাঁচা-পাকা সড়ক নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে।

ইউএনডিপির ডাইজেস্টার রেসপন্স ফ্যাসিলিটি প্রজেক্ট এর আর্থিক সহযোগিতায় সরকারি বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তাদের নিয়ে পরিচালিত এই সংস্থাটি ২০০৭ সাল থেকে সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর, কাজীপুর, সদর ও বেলকুচি উপজেলায় নদীভাঙনের পূর্বাভাস দেওয়ার কাজ করছে। তাদের জরিপ অনুযায়ী এলাকাগুলো ভাঙনের শিকার হলেও সে তুলনায় ভাঙন রোধে তেমন কোনো কাজই হয়নি। সদর উপজেলায় যমুনা নদীতে স্থায়ীভাবে বাঁধের কাজ হলেও ভাটি অঞ্চল শাহজাদপুর, বেলকুচি ও চৌহালীতে কোনো কাজই হয়নি। যে কারণে ভাঙন অব্যাহত রয়েছে। সংস্থাটির দেওয়া তথ্য মতে, ১৯৭৩ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত সিরাজগঞ্জে মোট ২২ হাজার ৪০০ হেক্টর এলাকা নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। তার বিপরীতে চর জেগে উঠেছে মাত্র দুই হাজার ৪১০ হেক্টর।

এ বিষয়ে সিইজিআইএসে কর্মরত মো. সামসুল আলম জানান, 'আমরা সরকারি কর্মকর্তাদের সাহায্য নিয়ে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ধারণকৃত তথ্যের মাধ্যমে নদীর গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে কাজ করা আসছি। আমরা ক্ষয়ক্ষতি কমাতে এলাকাবাসীকে সতর্ক করছি। পাশাপাশি নদীভাঙনের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বিভাগসহ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কাছে উপস্থাপন করেছি, যাতে তাঁরা ভাঙনরোধে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিতে পারে।'

সিরাজগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী নিজামুল হক ভূঁইয়া প্রথম আলোকে বলেন, 'সিইজিআইএসের জরিপের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করছি আমি। দেখা গেছে, তাদের জরিপ ৯৯ শতাংশ সঠিক হয়। আমরা নদীভাঙন প্রতিরোধে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিচ্ছি।'

URL : http://www.prothom-alo.com/print.php?t=h&nid=MjQ2MzY=

বন্ধ করুন | প্রিন্ট করুন

Home | **About Us** | **Feedback** | **Contact**

Best viewed at 1024 x 768 pixels and IE 5.5 & 6